অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। তাই যেন হয় ।।

হ্যালো ... ... কে বলছেন... হ্যালো ... ও সুমি? কিরে কবে এলি দেশে? কোন খবরটবর না দিয়ে একেবারে হঠাৎ!

হ্যাঁ হঠাৎই বলতে পারিস। কোন প্ল্যান ছিলো না। চার বছর হলো দেশে আসিনি। সবুজকে বললাম চলো যাই। ও-ও হয়তো তেমন কিছু একটা ভাবছিলো। দু'য়ে দু'য়ে চার, ব্যাস তো সিডনি ছাড়। সিডনি ছেড়ে দেশে চলে এলাম।

খুব ভালো করেছিস। তো ছেলে মেয়েদের আনিস নি?

তোকে কী বললাম - দু'য়ে দু'য়ে চার তো সিডনি ছাড়।

আচ্ছা বুঝেছি।

তুই না বিথী এখনো সেই টিউব লাইট রয়ে গেলি - জ্বলতে একটু টাইম লাগে।

থাক ভাই আর খোঁচা মারতে হবে না। আমি তো বাপু আর বিদেশে থাকি না যে তোদের মত 'ইসমাট' হবো। সব কিছু ঝটপট বুঝে ফেলবো। টিউব লাইট হলেও আমাদের আলোটা এখনো স্বচ্ছ। ধবধবে।

তুই কিন্তু আমাদের মধ্যে সবচে' স্মার্ট মেয়ে ছিলি।

ছিলাম এখন নেই। অনেক অনেকদিন আগের কথা যখন মানুষ গুহায় ...

আচ্ছা হয়েছে, এবার বল কবে দেখা হবে?

শুক্রবার ছুটি আছে। তুই ফ্রি থাকলে চলে আসতে পারি।

কোন সমস্যা নেই। চলে আয় চুটিয়ে আড্ডা দেবো।

এ্যাই বিথী সজল ভায়ের কথা, দিতি-র কথা তো কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। ওরা কেমন আছে?

আছে ভালোই। চলে যাচ্ছে মোটামুটি। তেমন কিছু নতুন নেই। গতানুগতিক। নতুন বলতে মাস দুই আগে সজলের একটা প্রমোশন হয়েছে।

তাই বুঝি। তাহ'লে তো সজল ভাইকে কনগ্রাচুলেট করতে হয়।

অবশ্যই। ও এখন বাসায় নেই। পরে ফোন দিস।

ঠিক আছে বিথী, শুক্রবার তাহ'লে সকাল সকাল চলে আসিস।

আচ্ছা।

ফোন রেখে সুমি ভাবে বিথীর কথা। একসঙ্গে পড়েছে কলেজে এবং ভার্সিটিতে। দু বন্ধুতে দারুণ মিল। তবে বিথী সুমির চেয়ে একটু ফাস্ট ফরোয়াড। মানে ফাস্ট ফরোয়াড ছিলো তবে প্রথম সংসারটা ভেঙ্গে যাবার পর কেমন যেন চুপসে গেছে। তবে সেই আগের মতনই স্মার্ট। ভালো চাকরি করে। পুরোদমে সংসারী। কি জানি আগের মত গান কবিতার চর্চা আছে কিনা! সুন্দর গাইতো। তেমনি আবৃত্তি করতো। প্রথম ঘরটা এক বছরের বেশী টেকে নি। কেন টেকেনি তা সুমি আজো জানে না। বিথী কেবল বলেছে

উভয়ের মঙ্গলের জন্যই দু'জনে আলোচনা করে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সজলের সাথে ঘর বেঁধে বিথী এখন বেশ সুখী।

বিথীও ভাবে সুমির কথা। দারুণ দেশপ্রেমী এক মেয়ে। লেখাপড়ায় বরাবরই ভালো ছিলো। রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত না হলেও রাজনীতি সচেতন ছিলো। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ওর মনে প্রাণে সারাক্ষণ। দুই ভাই মুক্তিযোদ্ধা। একুশ আর স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষহীন। ভীষণভাবে পরিবার কেন্দ্রিক। বিথী ভেবেই পায় না সেই সুমি কী করে এতোটা বছর বিদেশে কাটিয়ে দিলো।

আজ সেই শুক্রবার। বিথী আসবে তাই মা'কে বলে সুমি নিজেই রান্নাবান্না করে সবে গোছলে ঢুকলো। বেল বাজতেই সুমির মা দরজা খুলে দিলেন। যেন তৈরী হয়েই ছিলেন বিথীকে স্বাগতম জানানোর জন্য।

কি বিথী কেমন আছো? সুমি এলেই তোমার খালাম্মার কথা মনে পড়ে তাই না? তো বলো কেমন আছো মা?

ভালো খালাম্মা।

দিতি, সজল ওরা এলো না?

সজল হঠাৎ করে অফিসের কাজে সাইটে গেছে আর দিতি গানের স্কুলে। ওকে নামিয়ে দিয়ে তবে এলাম।

তুমি বোস মা। সুমি তোমার জন্য রান্না করে সবে গোছলে ঢুকেছে। বেশী দেরী হবে না। কইরে নানুরা - এ্যাই নকশী, দোলন তোরা কোথায় গেলি? এই দ্যাখ তোদের বিথী খালা এসেছে। তুমি বোস মা আমি ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সুমির মা চলে গেলেন তাঁর কাজে। এর মধ্যে সুমির ছেলেমেয়ে দোলন এবং নকশী এসে আসর বসিয়ে দিয়েছে বিথী খালার সাথে। চমৎকার বাংলা বলে দু' ভাইবোন। তবে অনর্গল নয়। কথা আঁটকে গেলে ইংরেজী চলে আসে। তবুও চলনে বলনে মনে হয় না বাইরে বড় হওয়া ওরা। এরমধ্যে নকশী গিয়ে বাদাম এনে দিলো বিথী খালার হাতে। দোলন বললো - দেখো খালা নকশীটা একটা গাধা। ঝাল নুন ছাড়া কি বাদাম খাওয়া যায়? তুমি ওয়েট করো আমি ঝাল নুন নিয়ে আসছি।

তিনজনা বাদাম খাচ্ছে আর গল্প চলছে। কিছু সময় পর সুমি টাওয়েল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে বললো - বিথীরে, তোর জন্য নিজে রান্না করে গা' টা কেমন আঠা আঠা মনে হচ্ছিলো ঘামে। ভাবলাম তুই আসার আগে ...

ভালো করেছিস। আবারো বলছি ভালোই করেছিস নইলে দোলন নকশীর সাথে এ মধুর আড্ডার সুযোগটা হয়তো কখনোই পেতাম না। ওদের সাথে কথা বলছি আর আমি বিস্ময় মানছি। বিদেশে বড়ো হয়ে-ও খাঁটি বাঙালি ছেলে মেয়ে। আগেরবার যখন এসেছিলি তখন ওরা ছোট ছিলো ওতোটা খেয়াল করিনি। মাশাল্লাহ্ মনটা ভরে গেলো।

দোয়া করিস। সামনে আরো অনেক চ্যালেঞ্জ।

না তুই পারবি।

শুধু আমি না এর পেছনে সবুজেরও অনেক অবদান। আসলে আমরা দুজন প্রথম থেকে চেয়েছি বলেই পেরেছি।

আমার অবাক লাগে সুমি তুই বলতি আমি মরে গেলেও কখনো বিদেশে বসবাস করবো না। সেই তুই আজ কতটা বছর বাইরেই থেকে গেলি।

যখন সে কথা বলতাম তখন ভবিতব্যের কথা জানতাম না - এক। দুই হলো, আধুনিক প্রযুক্তি, আধুনিক পৃথিবী দূরকে আর দূরে রাখেনি। আমরা এখন সবাই গ্লোবাল এক ভিলেজে বাস করছি। শিক্ষা সংস্কৃতি দেশ ইতিহাস কোন কিছু থেকেই আমরা এখন দূরে নই। আসল কথা হলো আমরা চাই কিনা আমাদের প্রবাসী প্রজন্ম আমাদের ভাষা সংস্কৃতি কিছুটা হলেও ধরে রাখুক। তুই দেখবি চায়নিজ এবং ইউরোপীয়ান দেশগুলোর পরিবার গুলো প্রবাসে বসেও নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি বংশ পরাম্পরায় চালু রাখছে। আমরা কেন পারবো না?

সুমির মা'র গলা শোনা গেলো - এ্যাই সুমি টেবিলে কি খাওয়া দিতে বলবো?

বলো মা এক্ষুনি আসছি।

তবে একটা কথা কী জানিস বিথী, আমাদের ওখানে শুধু আমার ছেলে মেয়েরাই নয় এমন বহু ছেলে মেয়ে পাবি যারা আমার ছেলে মেয়েদের থেকেও অনেক বেশী বাঙালি। অনেক পরিবার পাবি, বাবা মা পাবি যাঁরা এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আসল কথা হলো আমার ঘরে আমি কতটুকু আমার ভাষা সংস্কৃতির চর্চ্চা রাখি। ঘর হলো প্রথম শিক্ষায়তন। ওটা ঠিক থাকলে হয়তো সম্ভব।

হয়তো বললি কেন?

কারণ চাইলেই সব সময় সেটা সম্ভব হয়না যেহেতু আমরা সবাই ওখানে জীবনযুদ্ধে ব্যস্ত। দু'জনের চাকরী ছাড়া টিকে থাকাই মুশকীল। চাকরী ঘর সংসার ম্যানেজ করে ওটুকুন দেখা সব সময় হয়ে ওঠে না।

পরিবেশ কোন ফ্যাক্টর নয়?

অবশ্যই। আর সে কৃতিত্ব আমাদের বাঙালি ঘরানার সংগঠনগুলো। আমি সেই সব ভাই ভাবীদের শ্রদ্ধার সাথে এ মুহুর্তে মনে করছি যাঁরা বাড়ীর ভাত খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মত এ কাজ গুলো করছেন। যেমন ধর একুশে একাডেমী, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল, বেশ কিছু বাংলা স্কুল, বাংলা একাডেমী এমন অনেক কম্যুনিটি সংগঠন আছে যেগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, প্রজন্মকে ইনভল্ব করে সব সময়ে আমাদের ভাষা সংস্কৃতিকে প্রজন্মের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। আসলে আমি ব্যক্তিগতভাবে এঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। ওঁরা এ পরিবেশ না দিলে আমি হয়তো আমার ছেলে মেয়েকে এভাবে গড়তে পারতাম না। আমার চ্যালেঞ্জ হচ্ছে একবার যদি বীজটা ভালোমত ঢুকিয়ে দিতে পারি ওটা আস্তে আস্তে পরিবেশ পেলে গাছ হয়ে যাবে। আমাদের সিডনির বাংলা ওয়েব সাইট গুলো দেখলেই বুঝতে পারবি আমরা কি অসাধ্য সাধন করে চলেছি।

কইরে সুমি এবার একটু থাম সব তো ঠান্ডা হয়ে গেলো।

আসছি মা। চল্ আগে খেয়ে নি তারপর আরো কথা হবে।

সবুজ ভাই?

ওর তো আসবার কথা এতোক্ষণে। এই তো পাশেই বাজারে গেছে। বেঁচে গেছিস, ওর বাজারের আশায় আমি বসে থাকি নি তা'হলে তোর খাওয়া আজ লাটে উঠতো। একটা ফোন দিয়ে দেখি বাজার সরকার এখন কোথায়। আমি নিশ্চিত পথে কোন দোস্তর বাসায় ঢুঁ মারতে গিয়ে হয়তো ফেঁসে গেছে। .. নে চল্ চল্ মা আবার চেঁচাবে।

চল্ যাই।

সুমি তোরা সবাই মিলে চেষ্টা করে যা করছিস ওটা ধরে রাখতে চেষ্টা করিস। ওখানেই হয়তো শেষাবদি বাংলা ভাষা সংস্কৃতির ঠাঁই হবে। এখানে আশপাশের বড় বড় সব সংস্কৃতির চাপে আমাদের নিজেদের অনেক কিছুই খোঁয়াতে বসেছি। টিভি চ্যানেলগুলোর দিকে চোখ রাখলেই বুঝতে পারবি আমি কী বোঝাতে চাইছি। হয়তো আমার এ ধারণা অমূলক তবুও ভয় হয়। দুঃখ হয়।

আমার ভয় হয় না।

কেন?

আমাদের ভাষা সংস্কৃতি এসব হাজার বছরের। এতো সহজেই শেষ হয়ে যাবে? সব কিছুই সাইক্লিক। ঘূর্ণায়মান। আজ যা দেখে তুই আঁতকে উঠছিস কাল আর তা থাকবে না। মেকী জিনিস কতদিন চলে - বল? ডাইনোসোরাসরা অনেক আগেই লোকান্তরিত হয়েছে অথচ ত্যালাপোকারা এখনো টিকে আছে। বুঝেছিস?

তাই যেন হয় রে সুমি - তাই যেন হয়।

চল এবার খেতে যাই।

(লেখাটি ২০১২-এ একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়ার একুশে সংকলণ 'মাতৃভাষা' তে প্রকাশিত হয়েছে। ভাবলাম যাঁদের হাতে সে সংকলণ পোঁছেনি তাঁদের জন্য আমার কলামে তুলে দেই)